আশুলিয়ায় সংঘাত

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অসহিষ্ণুতার আগুন

মাহফুজুর রহমান মানিক

মাহফুজুর রহমান মানিক

প্রকাশ: ২৯ অক্টোবর ২০২৫ | ০৬:১৩ | আপডেট: ২৯ অক্টোবর ২০২৫ | ০৯:৩২

| প্রিন্ট সংস্করণ

- অ +

পাশাপাশি কিংবা দূরবর্তী দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ দেশে যেন সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠছে। রাজধানীর ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘাত তো অনেকটা অভ্যাসে পরিণত। তাদের সংঘর্ষ অবশ্য সড়ক বা ফটক পর্যন্ত থাকলেও গত বছরের নভেম্বরে ‘পুরান ঢাকা বনাম যাত্রাবাড়ী’ বিরোধে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল কলেজ এবং মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের ভবন ও ক্যাম্পাসও আক্রান্ত হয়েছিল। রোববার রাতে বেসরকারি ড্যাফোডিল

ইউনিভার্সিটি ও সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের জের ধরে উভয় ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসের যে ক্ষয়ক্ষতি, তা আগের সব অঘটনকে ছাড়িয়ে গেছে।

দুই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত সাধারণত তুচ্ছ ঘটনা থেকেই হয়ে থাকে। কিন্তু ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি ও সিটি ইউনিভার্সিটির সংঘর্ষের কারণ যেন তুচ্ছতর। সমকালের শিরোনাম- 'থুতু থেকে আগুন'। খবরে প্রকাশ, আশুলিয়ার খাগান এলাকায় রোববার সন্ধ্যার পর সিটি ইউনিভার্সিটির কয়েক শিক্ষার্থী বসে ছিলেন। তাদের একজন থুতু ফেললে অসতর্কতাবশত তা ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির মোটরসাইকেল আরোহী এক ছাত্রের গায়ে লাগে। এ নিয়ে বচসার এক পর্যায়ে সিটি ইউনিভার্সিটির দুই শিক্ষার্থীকে মারধর করা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা গিয়ে ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের ভাড়া আবাসে ভাঙচুর করে। ড্যাফোডিলের শিক্ষার্থীরা সিটি ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে ঢুকে প্রশাসনিক ভবনসহ বিভিন্ন স্থাপনায় ভাঙচুর চালায়। পুড়িয়ে দেয় ১৩টি গাড়ি।
নিয়তির পরিহাস, অঘটনের আগের দিন শনিবার আশুলিয়ায় অবস্থিত পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে 'ঐতিহাসিক' সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল। 'অ্যালায়েন্স অব ইউনিভার্সিটিজ ইন আশুলিয়া' নামে ওই জোট আশুলিয়াকে 'উচ্চশিক্ষা নগর' ঘোষণা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষা, গবেষণা, অবকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক কার্যক্রমে পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গীকার করেছিল। আশুলিয়ায় অবস্থিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এই সদ্ভাবের প্রভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ল না কেন? বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সেই সমঝোতায় শিক্ষার্থীদের কি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি?

আরও বড় প্রশ্ন, দীর্ঘ সময় ধরে ইউনিভার্সিটি দুটিতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কোথায় ছিল? সন্ধ্যায় থুতুর ঘটনার পর রাত ১২টায় সিটি ইউনিভার্সিটিতে হামলা পর্যন্ত ঘটনার পরম্পরাকালে তারা কী করেছে? বিশ্ববিদ্যালয় দুটির প্রক্টরিয়াল বডি রাত ১১টায় শিক্ষার্থীদের নিবৃত্ত করার পরও হামলা হলো কাদের ইন্ধনে? ভোর ৪টা পর্যন্ত আগুন ও ভাঙচুর চলতে পারল কীভাবে? সংঘর্ষ চলাকালে ককটেলের বিস্ফোরণও ঘটেছে। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক

শিক্ষার্থী আহতও হয়েছে। এত প্রস্তুতি কখন কীভাবে নেওয়া হলো? প্রক্টর অফিসসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক থাকলে ঘটনা নিশ্চয়ই এতদূর গড়াত না।

তুচ্ছ ঘটনা থেকে বৃহৎ অঘটনের যে অসহিষ্ণুতা, সেটাই বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষের মূল কারণ। এমন অসহিষ্ণুতা সমাজের অন্যত্রও স্পষ্ট। রাস্তায় চলাফেরা করতে গিয়ে পায়ে পা কিংবা পরিবহনের ভিড়ে একটার গায়ে আরেকটার লেগে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সেখান থেকেও মারমুখী আচরণ প্রায় প্রতিদিন রাজপথে দেখা যায়। সামান্য কিছুতেই গালি দেওয়ার প্রবণতা তো অফলাইন ছাপিয়ে অনলাইনেও স্পষ্ট।
প্রতিবেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আগে সমকালেই লিখেছিলাম (শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতার দায় ও দাওয়াই; সমকাল, ২৮ নভেম্বর ২০২৪)। একই তাগিদ আবারও দিচ্ছি।

ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি, সিটি ইউনিভার্সিটি, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, মানারাত ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটিসহ আশুলিয়া অঞ্চলের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সমঝোতা চুক্তিটি ছিল ঐক্য ও সদ্ভাবের প্রথম পদক্ষেপ। বিলম্বে হলেও দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে ঐক্যের বার্তা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীর মধ্যেও ছড়িয়ে দেওয়া হোক। বেটার লেট দ্যান নেভার।

মাহফুজুর রহমান মানিক:
জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক, সমকাল
mahfuz.manik@gmail.com